আলমডাঙ্গায় হাত-পা বেঁধে পুকুরে ডুবিয়ে হত্যাচেষ্টার অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার ফরিদপুর গ্রামে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পুকুরের পানিতে অচেতন অবস্থায় সাইদুর রহমান নামে এক ব্যক্তিকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছি ইউনিয়নের ফরিদপুর গ্রামের মৃত মোহত আলীর ছেলে সাইদুর রহমান পেশায় একজন গাছকাটা দিনমজুর। এলাকাবাসীর কাছে তিনি একজন ভালো মানুষ হিসেবে পরিচিত।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, একই গ্রামের মৃত জহির উদ্দিনের ছেলে মঞ্জিলুর রহমানের সঙ্গে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে দীর্ঘদিন ধরে সাইদুর রহমানের বিরোধ চলে আসছিল। পাশাপাশি বসবাসের কারণে জমির সীমানা ও দখল নিয়ে প্রায়ই তাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হতো।

গত ১৩ জুন শনিবার রাত আনুমানিক সাড়ে ১০টার দিকে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ একই পাড়ার একটি মাদ্রাসার পেছনে অবস্থিত পুকুর থেকে সাইদুর রহমানকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় উদ্ধার করে।

কে বা কারা সাইদুর রহমানকে হাত-পা বেঁধে পুকুরের পানিতে ডুবিয়ে হত্যার চেষ্টা করেছে, সে বিষয়ে এলাকাবাসী নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারেনি। তবে তার পরিবারের সদস্যদের দাবি, দীর্ঘদিনের জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের কারণে মঞ্জিলুর রহমানের সঙ্গে বিরোধই এ ঘটনার প্রধান কারণ হতে পারে।

এ ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে। একজন সুস্থ মানুষকে এভাবে হত্যার চেষ্টার ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ও অনিরাপত্তা তৈরি হয়েছে। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে জড়িতদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা ও এলাকাবাসী।

এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বানী ইসরায়েল বলেন, “সাইদুর রহমানকে উদ্ধার করে প্রথমে আলমডাঙ্গা উপজেলা

স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। পরে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় রাতেই উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। ঘটনাটি তদন্তাধীন রয়েছে। খুব দ্রুত জড়িতদের গ্রেফতার করা হবে।”

দর্শনা সীমান্তে বাংলাদেশি যুবককে বিএসএফের ধরে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা জয়নগর সীমান্ত এলাকা থেকে এক বাংলাদেশি যুবককে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) ধরে নিয়ে গেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দর্শনা জয়নগর গ্রামের মৃত কালু মিয়ার ছেলে জুলফিকার আলী (২০) গতকাল শনিবার বিকেল আনুমানিক ৩টার দিকে দর্শনা ও গেদে সীমান্তের রেললাইনের দুই পাশে ঘাস কাটছিলেন। এ সময় ভারতীয় বিএসএফ টহল দল তাকে আটক করে নিয়ে যায়।

পরিবারের দাবি, বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের মেইন পিলার ৭৫/৩ এস-এর কাছে শূন্য লাইনের নিকটে ঘাস কাটার সময় তাকে আটক করা হয়। তাদের অভিযোগ, বিএসএফ সদস্যরা দাবি করেন তিনি সীমান্তের নিরাপত্তা বেড়া কাঁটছিলেন এ অভিযোগে তাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়।

জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) এর দর্শনা বিওপির প্রতিপক্ষ ভারতের ৩২ ব্যাটালিয়ন বিএসএফের গেদে ক্যাম্পের টহল দল ওই বাংলাদেশি যুবককে আটক করে গেদে থানায় সোপর্দ করে।

এ বিষয়ে চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবির কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল নামজুল হাসান বলেন, তিনি বিষয়টি শুনেছেন। তার ভাষ্য অনুযায়ী, সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা নেট কাটার সময় বিএসএফ তাকে আটক করে ভারতীয় থানায় হস্তান্তর করেছে।

সরকারি ধান বিক্রিতে লাগছে বিএনপি-জামায়াতের টোকেন

মেহেরপুরে চলতি মৌসুমে কৃষকদের কাছে থেকে ধান সংগ্রহ অভিযান শুরু হলেও প্রান্তিক চাষীরা খাদ্য গুদামে ধান বিক্রি করতে পারছেন না বলে অভিযোগ উঠেছে।

কৃষকরা ধান দিতে গেলে গুদাম কতৃপক্ষ কৃষকদের বলছেন রাজনৈতিক নেতাদের কাছে স্লিপ নিয়ে ধান নিয়ে আসতে। এমন সমস্যা পড়েছেন হাজার হাজার প্রান্তিক চাষী। ফলে সরকারের নির্ধারিত দাম থেকে থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন কৃষকরা।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, চলতি মৌসুমে মেহেরপুর সদর উপজেলায় কৃষকদের কাছে থেকে ৩৬ টাকা কেজি দরে ৭৩০ টন ধান সংগ্রহ করা হবে। গত ৩ মে থেকে সেই ধান সংগ্রহ শুরু হয়েছে। চলবে ৩১ আগষ্ট পর্যন্ত। কিন্তু অভিযোগ উঠেছে বিএনপির দুটি গ্রুপ এবং জামায়াত নেতাদের মাধ্যমে চাষীরা তাদের উৎপাদিত ধান বিক্রয় করতে পারছেন। এক্ষেত্রে যেসকল চাষীরা রাজনৈতিক স্লিপ পেয়েছেন তারা ধান দিচ্ছেন, যারা স্লিপ পাননি তারা ধান দিতে পারছেন না।

বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, বিএনপির দুটি গ্রুপ ৬০ শতাংশ এবং জামায়াত ৪০ শতাংশ হিসেবে ধান দিচ্ছে এমন সমন্বয় তাদের মধ্যে হয়েছে।

মেহেরপুর পৌর এলাকার কালাচাঁদপুর গ্রামের ১৭ জন চাষী ধান দিতে গেলে তাদেরকে রাজনৈতিক নেতাদের কাছে থেকে স্লিপ নিয়ে আসার কথা বলেন, সদর উপজেলার খাদ্য গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি এলএসডি) মাসুদ রানা। এমন অভিযোগ করেছেন কালাচাঁদপুর গ্রামের শান্ত নামের এক কৃষক।

ওই কৃষক জানান, ‘৩৬ টাকা কেজি দরে ধান বিক্রি করার জন্য আমরা এলাকার কয়েকজন চাষী খাদ্য গুদামে আবেদন করেছিলাম এবং কৃষি অফিসারের সাথে প্রত্যায়ন নিয়েছি। গত ১৩ মে আমরা প্রত্যায়ন পেলেও এখন পযর্ন্ত ধান বিক্রি করতে পারিনি। ধান বিক্রি করতে গেলে ওসি

এলডি মাসুদ রানা বলেন, রাজনৈতিক নেতাদের কাছে থেকে স্লিপ নিয়ে আসেন।’

অভিযোগ করে শান্ত আরও বলেন, ‘ আমি ৪ বিঘা জমিতে ধান চাষ করেছি। সাংসারিক প্রয়োজন মিটিয়ে ৪ টন ধান বিক্রি করতে পারবো। কিন্তু এমন দুর্নীতি-অনিয়ম করলে প্রান্তিক চাষীরা সরকারি সুফল পাবে না। এর বিহীত হওয়া উচিত।’

তবে এ তালিকার মধ্যে মনিরুল ইসলাম নামের এক কৃষক বিএনপির এক গ্রুপের মাধ্যমে ৩ টন ধান দিতে পেরেছেন বলে জানিয়েছেন। তবে তিনি আরও বলেছেন, আমি দিতে পারলেও সবাই গুদামে ধান দিতে পারেননি।

এ বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত খাদ্য গুদাম কর্মকর্তা (ওসি এলএসডি) মাসুদ রানা বলেন, আমরা কৃষকদের কাছে থেকেও ধান ক্রয় করছি। অভিযোগের বিষয়ে তিনি বলেন, আমি হুকুমের গোলাম। এর বেশি কি করার আছে আমার?

তবে খাদ্য গুদামের অনেকের সাথে কথা বলে জানা গেছে, উপজেলা ধান সংগ্রহ কমিটি থেকে এমন সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে। মেহেরপুরে বিএনপির দুটি গ্রুপ ও জামায়াতের সমন্বয়ে স্লিপ তৈরি করা হয়েছে। তারা তাদের পছন্দমত কৃষকদের এ স্লিপ দিচ্ছেন।

সদর উপজেলা ধান সংগ্রহ কমিটির সদস্য সচিব ও উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক এরশাদ আলী বলেন, প্রান্তিক চাষীদের কাছে থেকেও ধান সংগ্রহ করতে হবে। তাদের বাদ দিয়ে অন্যদের কাছে থেকে ধান নেওয়ার সুযোগ নেই।

সদর উপজেলা ধান সংগ্রহ কমিটির সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বাবলু সুত্রধর বলেন, প্রান্তিক চাষীরা যাতে ধান দিতে পারেন সে লক্ষ্যে উপজেলা প্রশাসন কাজ করছে। যে সকল চাষীরা ধান দিতে পারছেন না, তারা অভিযোগ করলে তাদের ধান দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। তবে রাজনৈতিক নেতাদের স্লিপের বিষয়টি উঠালে তিনি এড়িয়ে যান।

জানা গেছে, গত ৩মে থেকে শুরু হয়েছে সরকার নির্ধারিত ৩৬ টাকা কেজি দরে ধান সংগ্রহ অভিযান। চলবে ৩১ আগষ্ট পযর্ন্ত। এবার লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৭৩০ টন। গত ৪ জুন পযর্ন্ত শহরের খাদ্য গুমামে ১১৪ টন ধান সংগ্রহ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

গাংনীতে এলজিইডির হিসাবরক্ষকের বিরুদ্ধে ঘুষ ও অনিয়মের অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) অফিসের হিসাবরক্ষক মোঃ আসাদুজ্জামানের বিরুদ্ধে ঠিকাদারদের কাছ থেকে বিল ছাড়ের নামে কমিশন নেওয়ার গুরুতর অভিযোগ উঠেছে।

উন্নয়ন কাজের বিল দ্রুত প্রস্তুত ও ছাড় করে দেওয়ার বিনিময়ে তিনি ১ থেকে ২ শতাংশ পর্যন্ত অর্থ আদায় করেন বলে ভুক্তভোগী ঠিকাদাররা দাবি করেছেন। এতে অনেক ঠিকাদার একপ্রকার জিম্মি হয়ে পড়েছেন।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে একাধিক ঠিকাদার অভিযোগ করে বলেন, নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় বিল জমা দিলেও নানা অজুহাতে ফাইল আটকে রাখা হয়। কিন্তু চাহিদা অনুযায়ী কমিশন দিলে দ্রুত বিল তৈরি হয়ে যায়। সরকারি নিয়ম মেনে কাজ শেষ করার পরও বিলের জন্য অফিসে ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হতে হয়। টাকা দিলে কাজের গতি বাড়ে, না দিলে তৈরি করা হয় নানা জটিলতা।

এছাড়া ওই হিসাবরক্ষকের বিরুদ্ধে নিয়মিত অফিস ফাঁকি, কর্মস্থলে অনুপস্থিতি ও দায়িত্ব পালনে অবহেলার অভিযোগও রয়েছে। ঠিকাদারদের দাবি, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র শতভাগ ঠিক থাকার পরও বিল নিষ্পত্তিতে তাঁদের অযথা হয়রানির শিকার হতে হয়।

স্থানীয় কয়েকজন ঠিকাদার অভিযোগ করেন, আসাদুজ্জামান স্থানীয় বাসিন্দা হওয়ায় নিজের প্রভাব খাটিয়ে অফিসে একচ্ছত্র আধিপত্য তৈরি করেছেন। এমনকি তিনি উপজেলা প্রকৌশলীর নির্দেশনাকেও তোয়াক্কা করেন না। তাঁদের ভাষায়, অফিসে যেন এক ধরনের রামরাজত্ব কায়েম করা হয়েছে। কেউ প্রতিবাদ করতে সাহস পান না, কারণ প্রতিবাদ করলে ভবিষ্যতে আরও বড় হয়রানির শিকার হতে হবে।

অভিযোগের বিষয়ে জানতে হিসাবরক্ষক মোঃ আসাদুজ্জামানের সঙ্গে

যোগাযোগ করা হলে তিনি সুনির্দিষ্ট কোনো জবাব না দিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, পারলে আমাকে বদলি করে দেন।

এ বিষয়ে গাংনী উপজেলা প্রকৌশলী রোকনুজ্জামান বলেন, আসাদুজ্জামানকে নিয়ে আমিও বড় বিপদে আছি। সব কথা ইচ্ছে থাকলেও বলতে পারি না।

স্থানীয় সচেতন মহল ও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদের দাবি, সরকারি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে গাংনী এলজিইডি অফিসের এই অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে দ্রুত একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

দামুড়হুদায় পুত্রবধূকে ধর্ষণের অভিযোগে শ্বশুর গ্রেপ্তার

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় পুত্রবধূকে ধর্ষণের অভিযোগে ওমর আলী (৫৯) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ। তিনি উপজেলার নতিপোতা গ্রামের নুহু নবী শেখের ছেলে।

পুলিশ ও ভুক্তভোগীর পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, গত ২০ মে সকাল সাড়ে ৬টার দিকে ভুক্তভোগী তার শিশু সন্তানকে নিতে শ্বশুর ওমর আলীর ঘরে যান। অভিযোগ রয়েছে, এ সময় ওমর আলী তার মুখ চেপে ধরে জোরপূর্বক ধর্ষণ করেন। ঘটনার পর ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যদের কাছে বিচার প্রার্থনা করলেও কোনো সুরাহা না পেয়ে গত ২১ মে তিনি বাবার বাড়ি রংপুরে চলে যান। পরদিন ২২ মে শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার কারণে তিনি রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন।

দীর্ঘ ১৫ দিন পর বুধবার দিবাগত রাতে ভুক্তভোগী শ্বশুর ওমর আলীর নাম উল্লেখ করে দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। মামলার পরপরই পুলিশ অভিযান চালিয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার ভোর ৪টার দিকে অভিযুক্তকে তার নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে।

দামুড়হুদা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দিন

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, এ ঘটনায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। গ্রেপ্তারকৃত আসামিকে গতকালই চুয়াডাঙ্গার বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগ

কুষ্টিয়া শহরতলীর কানাবিল মোড় এলাকায় মাদকের টাকার জন্য মিম খাতুন (২২) নামে এক গৃহবধূকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তার স্বামী আকাশের বিরুদ্ধে।

বুধবার (৩ জুন) ভোরে কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। নিহত মিম খাতুনের তানহা নামে পাঁচ বছর বয়সী একটি কন্যাসন্তান রয়েছে। তিনি হস্তশিল্পের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

নিহতের ছোট ভাই আবির অভিযোগ করে বলেন, “আমার দুলাভাই আকাশ একজন মাদকাসক্ত। সে প্রায়ই মাদকের টাকার জন্য আমার বোন মিমকে নির্যাতন করত। গত ১ জুন আমার বাড়ি জুগিয়ায় থাকা অবস্থায় আকাশ আমার বোনের ব্যবহৃত মোবাইল ফোন নিয়ে যায়।

পরে আমার বোন ফোনটি ফেরত নিতে তার স্বামীর বাড়িতে গেলে তাকে বেধড়ক মারধর করা হয়। একপর্যায়ে গলা টিপে শ্বাসরোধ করে তাকে ঘরের আড়ার সঙ্গে ঝুলিয়ে আত্মহত্যার নাটক সাজানো হয়। পরে স্থানীয়রা মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।”

ঘটনার সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী কুষ্টিয়া মডেল থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) কাজী শামসুল আলম বলেন, “নিহত মিমের শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। তবে ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে। বিষয়টি

গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে।”

মেহেরপুরে ক্রয়কৃত জমি দখলের চেষ্টা ও ফসল নষ্টের অভিযোগ

মেহেরপুর সদর উপজেলার দক্ষিণ শালিকা মাঠে ক্রয়কৃত জমি দখলের চেষ্টা, ফসল নষ্ট, ভাঙচুর ও চুরির অভিযোগ উঠেছে।

ভুক্তভোগী ইস্তাদুল হক অভিযোগ করেছেন, দুর্বৃত্তরা তার ১০ কাঠা জমির কলাগাছ কেটে দিয়েছে। একই সঙ্গে ১২ কাঠা জমিতে আবাদ করা পাট ক্ষেতে ক্ষতিকর কীটনাশক প্রয়োগ করে ব্যাপক ক্ষতি সাধন করেছে। এছাড়া তার ব্যবহৃত স্যালো মেশিন ভাঙচুর করে গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ চুরি করে নিয়ে গেছে।

গত ২৯ মে সদর উপজেলার দক্ষিণ শালিকা মাঠে এ ঘটনা ঘটে বলে তিনি দাবি করেন।

জানা গেছে, মেহেরপুর সদর উপজেলার ১৯ নম্বর দক্ষিণ শালিকা মৌজায় ক্রয়কৃত জমি জোরপূর্বক দখলের চেষ্টা, ফসল নষ্ট, ভাঙচুর, চুরি এবং প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগ করে আসছেন ইস্তাদুল হক।

তিনি জানান, দক্ষিণ শালিকা মৌজার আরএস ২৫৯৯ দাগের ৪২ শতক, আরএস ৩১০৬ দাগের ৩২ শতক এবং আরএস ৩০৭২ দাগের ২০ শতক জমির মূল মালিক ছিলেন তাহাজ উদ্দিন শেখ। তার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারসূত্রে মেয়ে সায়রা খাতুন, আমিরুন্নেসা এবং ছেলে আখতারুল ওই জমির মালিক ও দখলদার হন। পরবর্তীতে তাদের কাছ থেকে ২০১৪ সালের ২২ অক্টোবর ৫৯৫৬/১৪ নম্বর রেজিস্ট্রি কবলা দলিলমূলে মোট ৪০ শতক জমি বৈধভাবে ক্রয় করেন ইস্তাদুল হক।

তার দাবি, জমি ক্রয়ের পর থেকে তিনি দীর্ঘদিন ধরে শান্তিপূর্ণভাবে জমি ভোগদখল করে বিভিন্ন ফসলের আবাদ করে আসছেন। বর্তমানে ওই জমিতে কলা ও পাটের চাষ রয়েছে।

ইস্তাদুল হক অভিযোগ করেন, সালাম ও আলতাফের কু-পরামর্শে কদর আলী,

জাইদুল ও ছাকাত দীর্ঘদিন ধরে তার ক্রয়কৃত জমি দখলের চেষ্টা চালিয়ে আসছেন। এ বিষয়ে কদর আলী ২০১৩ সালে মেহেরপুর যুগ্ম জেলা জজ ১ম আদালতে একটি মামলা দায়ের করলেও ২০১৭ সালের ২২ আগস্ট চূড়ান্ত শুনানি শেষে বাদীর অনুপস্থিতিতে আদালত মামলাটি খারিজ করে দেন।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, মামলায় পরাজিত হওয়ার পরও প্রতিপক্ষরা বিভিন্নভাবে তাকে হয়রানি করে আসছে। ২০২৫ সালের ৭ নভেম্বর তার গম ক্ষেতে ক্ষতিকর কীটনাশক স্প্রে করে ফসলের ক্ষতি করা হয়। এছাড়া চলতি বছরের ৬ জানুয়ারি জমির সব কলাগাছ কেটে ফেলা হয়।

এ ঘটনায় দায়ের করা একটি মামলা বর্তমানে মেহেরপুর সহকারী জজ আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। মামলার নম্বর দেং-৩৩/২৬।

উল্লেখ্য, এর আগেও দক্ষিণ শালিকা মৌজার একই জমি নিয়ে ফসল কর্তন, জমি দখলে বাধা এবং হত্যার হুমকির অভিযোগে কদর আলী, জাইদুল ও ছাকাতের বিরুদ্ধে মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করেছিলেন ইস্তাদুল হক।

দামুড়হুদায় বৃদ্ধাকে ধর্ষণের অভিযোগে যুবক আটক

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় ৭১ বছর বয়সী এক বৃদ্ধাকে ধর্ষণের অভিযোগে তরিকুল ইসলাম (২০) নামে এক যুবককে আটক করেছে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ।

অভিযুক্ত তরিকুল উপজেলার ইব্রাহিমপুর গ্রামের সিরাজুল ইসলামের ছেলে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ উদ্দিন।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, গত ২০ মে বুধবার দুপুরে উপজেলার ইব্রাহিমপুর গুচ্ছগ্রামের বাসিন্দা ওই বৃদ্ধা মেয়ের বাড়ি রামনগর থেকে একা বাড়ি ফিরছিলেন। পথে ইব্রাহিমপুর উত্তরপাড়ার যুবক তরিকুল

তাকে সাহায্যের কথা বলে সঙ্গে নেয়। পরে মেন্দের মাঠ এলাকায় (ইব্রাহিমপুর পার্কের পেছনে) নিয়ে গিয়ে তাকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ করেন ভুক্তভোগী।

ঘটনার পর অভিযুক্তকে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার দামুড়হুদা থানায় মামলার প্রক্রিয়া চলছিল। এদিকে ঘটনাটি ধামাচাপা দিতে একটি মহল মীমাংসার চেষ্টা চালাচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠেছে।

এ বিষয়ে ওসি শেখ মেসবাহ উদ্দিন বলেন, “ভুক্তভোগী বৃদ্ধা নিজেই বাদী হয়ে মামলা দায়ের করেছেন। আসামিকে গতকালই চুয়াডাঙ্গা আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।”

ধর্ষণ মামলার বাদিকে আদালতে যেতে বিএনপি নেতার বাঁধা, মারধরের অভিযোগ

আদালতে যাওয়ার সময় এক নারীকে মারধর ও আটকে রেখে নির্যাতন করার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় বিএনপি নেতা নুর ইসলাম খোকনের বিরুদ্ধে।

গতকাল রবিবার সকালে নিজ বাড়িতে হামলার শিকার হন তিনি। পরে তাকে ধরে নিয়ে একটি দোকানে আটকে রেখে শারীরিক নির্যাতন করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটেছে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বাহাগুন্দা গ্রামে।

বর্তমানে তিনি মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনায় আজ সোমবার ভুক্তভোগী নারীর স্বামী ইসরাফিল শেখ বাদী হয়ে গাংনী থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন।

অভিযুক্ত নুর ইসলাম বাহাগুন্দা গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ধানখোলা ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক।

অভিযোগ ও ভুক্তভোগীর পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, রবিবার সকালে ভুক্তভোগী ধর্ষণ ও নারী নির্যাতন মামলার হাজিরা দিতে আদালতে

যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এ সময় ওই মামলার আসামি একই গ্রামের বাসিন্দা সিরাজ আলীর পক্ষ নেন নুর ইসলাম ও কয়েকজন। আসামি সিরাজ, অভিযুক্ত নুর ইসলামসহ কয়েকজন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে বাড়িতে ঢুকে নারীকে মারধর শুরু করেন।

একপর্যায়ে তাকে টেনেহিঁচড়ে পার্শ্ববর্তী যুগিন্দা বাজারে সিরাজের দোকানে এনে আটকে রাখা হয়। এখানে লাঠিসোটা দিয়ে নুর ইসলাম ও তার অনুসারীরা মিলে শারীরিক নির্যাতন চালান।

স্থানীয়রা ক্ষোভ প্রকাশ করে জানিয়েছেন, নুর ইসলামের ভয়ে তখন কেউ প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করার সাহস পাননি। পরে ভুক্তভোগীর বড় ভাই দেলোয়ার হোসেন খবর পেয়ে জাতীয় জরুরি সেবা নম্বর ৯৯৯-এ ফোন দিলে গাংনী থানা পুলিশের উপপরিদর্শক আতোয়ার রহমান ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থল থেকে তাকে উদ্ধার করেন। প্রথমে তাকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলেও অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য মেহেরপুর জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

মারধরের অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে নুর ইসলাম দাবি করেন, ওই নারীর চরিত্র ভালো নয়। একটি অসামাজিক কাজের বিচার করার জন্য তাকে ডাকা হয়েছিল। মারধরের বিষয়টি সম্পূর্ণ অস্বীকার করে তিনি এর দায় আলপনার স্বামী ইসরাফিল শেখের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন।

তবে স্থানীয় সূত্রে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ঘটনার সময় তার স্বামী আম পাড়তে বাগানে ছিলেন। আইনি পদক্ষেপের তোয়াক্কা না করে নুর ইসলাম আরও বলেছেন, সামাজিক সালিসই সঠিক। এ বিষয়ে তারাও পুলিশ সুপারের কাছে যাবেন ও মানববন্ধন করবেন।

এ বিষয়ে মেহেরপুর জেলা পরিষদের প্রশাসক ও জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের ভাষ্য, দুপক্ষের সম্মতি থাকলে সামাজিক সালিস উত্তম। তবে সালিসের নামে মারধর করা স্পষ্ট ফৌজদারি অপরাধ। এতে জড়িত ব্যক্তি বিএনপির ছোট নেতা হোক আর শীর্ষ নেতা হোক, কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না। দলের নাম ভাঙিয়ে কেউ এমন ঘটনা ঘটিয়ে থাকলে অভিযোগের ভিত্তিতে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অন্যদিকে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের পাবলিক প্রসিকিউটর মোস্তাফিজুর রহমান তুহিন জানিয়েছেন, সংশ্লিষ্ট মামলার নথি না দেখে সেটি রায় নাকি হাজিরার দিন ছিল তা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না।

সার্বিক আইনি প্রক্রিয়া নিয়ে গাংনী থানার ওসি উত্তম কুমার দাস জানিয়েছেন, এই ঘটনায় আজ সোমবার ভুক্তভোগীর পক্ষ থেকে থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ঝিনাইদহে স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার গোয়ালপাড়া গ্রামে পারিবারিক কলহের জের ধরে সাগরিকা আক্তার বুলবুলি নামের এক গৃহবধুকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে স্বামী শিমুল মিয়ার বিরুদ্ধে। এ ঘটনার পর থেকে পলাতক রয়েছে অভিযুক্ত স্বামী।

রোববার (২৪মে) ভোররাতে সদর উপজেলার গোয়ালপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত সাগরিকা আক্তার বুলবুলি সদর উপজেলার করিমপুর গ্রামের ইন্তাজ আলী বিশ্বাসের মেয়ে এবং পলাতক স্বামী শিমুল হোসেন একই উপজেলার গোয়ালপাড়া গ্রামের রহিম মিয়ার ছেলে।

নিহতের পিতা ইন্তাজ আলী বিশ্বাস অভিযোগ করেন, বেশ কয়েকদিন ধরে শিমুল তার স্ত্রী বুলবুলিকে মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার করে আসছিলো। বাবার বাড়ি থেকে টাকা আনার জন্য চাপও দিচ্ছিলো। এর আগের মারধর করার কারণে বুলবুলি বাবার বাড়িতে চলে যায়। গত ৩ দিন আগে শিমুল তাকে নিয়ে বাড়িতে আসে।

শনিবার গভীর রাতে বুলবুলিকে কুপিয়ে গুরুতর আহত করে শিমুল। সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসাধীন অবস্থা রোববার ভোররাতে মারা যায় বুলবুলি।

এ ঘটনার পর থেকে পলাতক রয়েছে অভিযুক্ত স্বামী শিমুল হোসেন। হত্যাকারী শিমুল হোসেনকে গ্রেফতার করে শাস্তির দাবি জানিয়েছেন স্বজনরা।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আসাদউজ্জামান বলেন, ঘটনার সংবাদ শুনে আমি ঘটনাস্থলে গিয়েছিলাম। আসামী গ্রেফতারে অভিযান চলছে।